বিশ্বকাপে চমকে দিয়েছে রাশিয়া, আরও অনুশীলন চাই

এবার বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে সারা দুনিয়ায় ক্রীড়ামোদীদের কাছে রাশিয়া ছিল পুরোভাগে। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে সবাইকে কার্যত চমকে দিয়ে স্পেনকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল রাশিয়া। কিন্তু শেষ আটে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই করেও টাইব্রেকারে ৩-৪ গোলে হেরে বিদায় নিতে হল তাদের। তবে শুরু থেকে রাশিয়া বিশ্বকাপে যে লড়াই করেছে তা উল্লেখের দাবি রাখে। রাশিয়ার এই ভূমিকায় দৃশ্যত বেজায় খুশি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। পুতিনের আমলে রাশিয়ার সাফল্য অবশ্যই গর্বের। স্বাভাবিকভাবে দলের এই দুরন্ত পারফরম্যান্সে প্রেসিডেন্ট পুতিন সহ গর্বিত রাশিয়ার জনগণ। কারণ রাশিয়ার ফুটবল টিম দেশের মর্যাদা বাড়িয়েছে। এটা বলা দরকার যে, রাশিয়া আর পিছিয়ে নেই। বিশ্বের বড় টিমগুলেকে তারা টেক্কা দেবে আর কিছুদিনের মধ্যে। এটাই চাই, রাশিয়ার দলকে অভিনন্দিত করা দরকার তাদের ভাল পারফরম্যান্সের জন্য। রাশিয়ার এই স্কোয়াডকে নায়কের দল' বলে মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। প্রেসিডেন্ট পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার খেলা দেখেছেন এবং দলকে সমর্থন করেছেন। রাশিয়ার টিমের খেলার গর্বিত ওই দেশের বিরোধী দলনেতা অ্যালেক্সি নাভালানি। এই মনোভাব প্রশংসনীয়।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (অতুলের প্রতি)—আপনাদের এই বলা, আপনারা দুই করবে, সংসার্য করবে, ভক্তি যাতে হয় তাও করবে।

ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী—**ব্রাহ্মণ না হ'লে কি সিদ্ধ হয়?**

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? কলিতে শূদ্রের ভক্তির কথা আছে। শবরী, রুইদাস, গুহক চণ্ডাল ও সব আছে।

নারায়ণ (সহাস্যে)—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সব এক।

ব্রাহ্মণ—এক জন্মে কি হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর দয়া হলে কি না হয়। হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘরে আলো আন্‌লে কি একটু একটু করে অন্ধকার চলে যায়? একেবারে আলো হয়।

(অতুলের প্রতি)—"তীব্র বৈরাগ্য চাই-যেন খাপ খোলা তরোয়াল। সে বৈরাগ্য হলে, আত্মীয় কালসাপ মনে হয়, গৃহ পাতকুয়া মনে হয়।

"আর অন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। **আন্তরিক ডাক তিনি শুনবেনই শুনবেন।**"

সকলে চুপ করিয়া আছে। ঠাকুর যাহা বলিলেন, এক মনে শুনিয়া সেই সকল চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অতুলের প্রতি)—কেন? অমন আটি বুঝি হয় না-ব্যাকুলতা?

অতুল—মন কৈ থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**অভ্যাসযোগ!** রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। একদিনে হয় না; রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।

"কেবল রাত দিন বিষয় কর্ম করলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে? যদু মল্লিক আগে আগে ঈশ্বরীয় কথা বেশ শুনত, নিজেও বেশ বলত; আজকাল আর তত বলে না, রাতদিন মোসাহেব নিয়ে বসে থাকে, কেবল বিষয়ের কথা!"

[সন্ধ্যা সমাগমে ঠাকুরের প্রার্থনা-তেজচন্দ্র]

সন্ধ্যা হইল; ঘরে বাতি জ্বালা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের নাম করিতেছেন, গান গাহিতেছেন ও প্রার্থনা করিতেছেন। বলিতেছেন, 'হরিবোল; হরিবোল'; আবার 'রাম রাম রাম'; আবার 'নিত্যলীলাময়ী'। ওমা উপায় বল মা! 'শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত'!

দিনপঞ্জিকা

২৬ আষাঢ়, ভাঃ ২০ আষাঢ়, **১১ জুলাই**, ২৬ আহার, সংবৎ ১৩ আষাঢ় বদি, ২৬ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩। **বুধবার**, ত্রয়োদশী দিবা ঘ ১।৩৯ মিঃ। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১৩ মিঃ। বৃদ্ধিযোগ অপরাহ্ণ ঘ ৪।৩১ মিঃ। বনিজকরণ, দিবা ঘ ১।৩৯ গতে বিশিষ্টকরণ, রাত্রি ঘ ১২।৩১ গতে শকুনিকরণ। **জন্মে**—বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ১২।৫৩ গতে মিথুনরাশি শুদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ঘ ১২।১৩ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**—দোষনাই। **যোগিনী**—দক্ষিণে, দিবা ঘ ১।৩৯ গতে পশ্চিমে। **কালবেলাদি** ঘ ৮।২৩ গতে ১০।০৩ মধ্যে ও ১১।৪৩ ১।২৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।২৩ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। **যাত্রা**— শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ১০।৩ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, দিবা ঘ ১।৩৯ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**—দিবা ঘ ১।৩৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্ন ধারণ দেবতাগঠন নৌকাচালন নৌকাযাত্রা ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয় বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুন্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন গোবিক্রয়াদি কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। **বিবিধ**— ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং চতুর্দশীর সপিণ্ডন। দিবা ঘ ১।৩৯ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **বিশ্বজনসংখ্যা দিবস** (১১ জুলাই)। **অমৃতযোগ**—দিবা দিবা ঘ ৭।৪৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।০ গতে ১।৩০ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৬ আষাঢ়, ভাঃ ২০ আষাঢ়, ১১ জুলাই, ২৬ শওয়াল, ২৬ আহাব, উঃ ৫।০১, অঃ ৬।২১, বুধবার, ত্রয়োদশী দি ঘ ১।৩৮, সেহ্‌রী শেষ ৩।২৮ ইফ্‌তার শেষ ৬।২৯।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে মাতৃধাম জয়রামবাটী

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
শেষ পর্ব

৫. **আজকের মহাশক্তিপীঠ** 'জয়রামবাটী' গ্রাম নব্যবঙ্গের মহাশক্তিপীঠ। সংসার তাপদগ্ধ সকল মানুষের পরম শান্তির তীর্থভূমি। সূর্য্য ওঠার আগে মঙ্গলারতিতে মাতৃমন্দিরে উপচেপড়া ভক্তবৃন্দের যেমন সমাবেশ দেখা যায়, তেমনি ভীড় দেখা যায় সন্ধ্যার সময় মহারাজের মুখে 'মায়ের কথা' পাঠ কিম্বা নাম সংকীর্তনের সময়। প্রতিদিনই দেশ-বিদেশের শত সহস্র ভক্ত-নরনারী আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আকুল আবেগ নিয়ে শক্তিপীঠে ছুটে আসছেন। স্বামী প্রভানন্দজী লিখেছেন, "শ্রীমা জানতেন, সংঘের প্রয়োজনে কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মস্থানের গুরুত্ব কতখানি।" .....মায়ের সিদ্ধান্ত গড়ে তোলেন। অনুরূপভাবে শ্রীমায়ের দূরদর্শিতায় জয়রামবাটীতে তাঁর জন্মভিটার জমিখণ্ড সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল। .....১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে সেই জমিখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ।"[১১]

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার কোতুলপুর থানা ও ব্লকের, শিহড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে জয়রামবাটী গ্রাম আজ সত্যিই মা লক্ষীর কৃপাদৃষ্টিবশত অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা সমৃদ্ধ। গ্রামটির স্বাভাবিক অবস্থান অতি সুন্দর, প্রায় চারপাশেই উন্মুক্ত প্রান্তর। গ্রামটির আয়তন বড় না হলেও এবং তেমন ধনীলোকের বাস না থাকলেও আনন্দোৎসবের অভাব নেই। আজও চবিবশ প্রহরীয় বা আষ্টপ্রহরীয় হরিবাসর এবং কালীপূজা, শীতলা পূজা, ও দুর্গাপূজায় গ্রামের লোক মেতে ওঠেন। প্রতিবছর অক্ষয়তৃতীয়া মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং বাৎসরিক জগদ্ধাত্রী পূজা বিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমায়ের পবিত্র জন্মস্থানে অবস্থিত মাতৃমন্দির মঠ বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরমপরা অনুযায়ী সর্বজনহিতকর সেবাযজ্ঞে নিযুক্ত। গ্রামোন্নয়ন- সহ এই মঠ শিক্ষা ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী সেবাকার্য করে চলেছে।

মাতৃমন্দির মঠের অভ্যন্তরে শ্রীমায়ের পুরাতন বাড়ি, নতুন বাড়ি, পুন্যি -পুকুর, সুন্দরনারায়ণ ধর্মমন্দির, ভানুপিসির বাস্তুভিটা আজও সংরক্ষিত। শ্রীমায়ের মূলমন্দির ছাড়াও প্রাচীন মন্দির গুলি যেমন আছে, তেমনি আছে সাধুদের বাসস্থান, প্রসাদ পাবার ঘর, রান্নাঘর, অফিস গৃহ, পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র, পল্লীমঙ্গল শোরুম, ভক্তদের জন্য গেষ্টহাউস প্রভৃতি। শ্রীমায়ের জীবিতকালে তাঁর শিষ্য ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (কাইজার) একটি দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় শুরু করেন, যা আজও বর্তমান। শ্রীমা চেয়েছিলেন গ্রামে শিক্ষাবিস্তার হোক, সে কথা স্মরণে রেখে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে মাতৃমন্দিরের সন্নিকটে নিম্ন উচ্চবিদ্যালয়, নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাক্‌বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সিহড় গ্রাম-পঞ্চায়েত সূত্রে জানা যায়, জয়রামবাটী গ্রামের আয়তন ৩.১১০ হেক্টর। হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়ে ৪৯৬৬ পরিবার মিলেমিশে বসবাস করেন। মোট লোক সংখ্যা ৬২,১৬২ জন।[১০]

শ্রীমায়ের আবির্ভাবের পর শুধু ভূগোল বা ইতিহাসেই নয়, সমগ্র উক্তমন্ডলীর হৃদয়গ্রন্থে আজ জয়রামবাটী বিদ্যমান। এ যুগেরও ভাবিযুগের মানব সমাজের জয়রামবাটী তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে নিজের চিরন্তায়ী স্থান অধিকার করেছে। জয়রামবাটী আজ আন্তর্জাতিক মহাতীর্থ। যুগে-যুগে কালে-কালে সকল মানুষ এখানে আসছেন এবং আসবেন। শুধু প্রাচ্যখণ্ড নয় সুদূর পাশ্চাত্যের মানুষও আজ মহাশক্তিপীঠ দর্শনের জন্য উতলা হয়েছেন। তাঁরা সকলেই এখানকার পথ-ঘাট, মঠ-মন্দির, আকাশ-বাতাস, মাটি-জল, স্পর্শ ও দর্শন করতে চান। তৃপ্ত হতে চান শ্রীমায়ের পাদমূলে এসে। এখানে শ্রীমায়ের লীলার যেমন শেষ নাই, ভক্তদের দেখার তেমন শেষ নাই। যেদিকে চাওয়া যায়, লীলাময়ীর লীলার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে পথেঘাটে, উঠোনে-দাওয়ায়, ঘরে-মন্দিরে, এমনকী নদে-পুকুরে, গাছপালায়।

একালের মানুষের কাছে মহাশক্তিপীঠের আর্কষণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাইতো দেখা যায়, শ্রীমাকে প্রণাম সেরে বিদেশী মেমসাহেব মাটিতে বসে পরমতৃপ্তির সঙ্গে অন্নপ্রসাদ গ্রহন করছেন, পুণ্য পুকুরে ডুবদিয়ে ক্লান্ত শরীর ও মন ঠান্ডা করছেন দক্ষিণভারতীয় দম্পতি, সিংহবাহিনীর মাটি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন প্রবাসী বাঙ্গালি, সাঁওতাল রমনী তাঁর রুগ্ন ছেলেটির জন্য রোগমুক্তি চাইছেন দেবালয়ে মাথা ঠেকিয়ে, কেউ বা মায়ের কাছাকাছি বসে কীর্ত্তন গান বা গুনগুন করে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। চিন্ময়ী শ্রীমা সন্তানদের আকুল প্রার্থনা সাড়া দিয়ে পুরণ করছেন তাঁদের মনস্কামনা।

তথ্যসূত্র : ১। স্বামী শিবপ্রদানন্দ—শ্রীসারদা, শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা, রামকৃষ্ণ যোগাশ্রম, কোয়ালপাড়া পৃষ্ঠা ১০

২। প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা—নিবোধত, ২৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ২০১৬ পৃষ্ঠা ২৩৮

৩। স্বামী গম্ভীরানন্দ—শ্রীমা সারদাদেবী, উদ্বোধন কার্যালয়, নবম সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২৬১

৪। স্বামী পরমেশ্বরানন্দ—শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী, শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৩, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০

৫। শ্রীমা সারদাদেবী, পৃষ্ঠা ৮

৬। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য—শ্রীশ্রীসারদাদেবী, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১১ সংখ্যা, ১৩৯৬, পৃষ্ঠা ১-২

৭। শ্রীমা সারদাদেবী, পৃষ্ঠা ১০

৮। শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী, পৃষ্ঠা ৬০

৯। স্বামী বিমলাত্মানন্দ—এ্যানুয়াল শুভিনির, ২০০০ মাতৃমন্দির, পৃষ্ঠা ২১

১০। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য—শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য পরিচয়, অখণ্ড, ১৮২১, পৃষ্ঠা ২১১

১১। এ্যানুয়াল শুভিনির, ১৯৯৮ মাতৃমন্দির, পৃষ্ঠা ১৫

১২। শ্রীমা সারদাদেবী, পৃষ্ঠা ১৪৮

১৩। এ্যানুয়াল শুভিনির, ২০০০, পৃষ্ঠা ২২

১৪। স্বামী প্রভানন্দ—শ্রীসারদা, শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২২

১৫। শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী, পৃষ্ঠা ১০৭-১১২

১৬ স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দ (মাতৃমন্দির) — উদ্বোধন পত্রিকা, আশ্বিন, ১৪২২, পৃষ্ঠা ৮২৯

১৭। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ—শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিসুধা অন্তর্জগৎ ১৪০৯, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬

১৮। শ্রীমা সারদাদেবী, পৃষ্ঠা ১১-১২

১৯। স্বামী প্রভানন্দ—শ্রীশ্রীসারদা মহিমা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৬, পৃষ্ঠা ৭৫

২০। দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার কামারপুকুর-জয়রামবাটী, ১০সং, ১৪১৮

ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করলেই জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়

অচিন্ত্যব্রতন দেবতীর্থ
শেষ পর্ব

এই জ্ঞানজ্যোতিঃ জীবাত্মা দেহের অগ্নি তত্ত্ব ওজঃ শক্তি। ইনিই আয়ুরূপে প্রাণকে ধরে রাখেন। ইনি দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেলে দেহের মৃত্যু হয়। তখন দেহটা অচ্ছুৎ হয়ে যায়। কারণ দেহে তখন ভগবান থাকেন না। এই জীবাত্মা তথা আত্মার সাক্ষাৎ হয় যোগ সমাধিতে। যোগ কথার অর্থ আত্মার সঙ্গে সংযোগ। ঈশ্বরের সঙ্গে মনের যোগ। অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ। এই হল ঈশ্বর লাভ তথা ভগবান লাভ। ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। অবশ্য বেদান্তের অনুভূতি সম্বন্ধে সকলেই একমত নিরালম্ব নির্বিকল্প সমাধি। চাই নিরালম্ব ধ্যানের সাধন। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সেই চাতুরিই চাতুরি, যাতে ভগবানের লাভ হয়। কমলাকান্ত বলেছেন-তুমি বাজিকরে চিনলে নাকো সে যে ঘাটে ঘাটে বিরাজ করে। তুমি আনন্দে ত্রিবেণী স্নানে শীতল হও না মূলাধারে।

এই আত্মাদর্শন তথা আত্মজ্ঞান লাভ হলে নিজেকেই ব্রহ্ম বলে বোধ হয়। এই হল পরমহংস অবস্থায় অমৃতত্ত্ব তথা পরমার্থ লাভ। সর্বদাই নিত্যানন্দ তথা ব্রহ্মানন্দ। অদ্বৈত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চৈতন্য লাভের পর নিত্যানন্দ তখন আর বাহ্যিক পূজা-আচারের দরকার হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না ঐ অবস্থা হচ্ছে ততক্ষণ বাহ্যিক পূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পনাদি ক্রিয়ার প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে ঐশব কর্ম করতে হবে।

বেদান্তের অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরের জন্য কর্ম করা ঈশ্বর লাভ না হলে হয় না। শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন কেন? কারণ নির্বিকল্প বা জড় সমাধি ছাড়া কারও ঈশ্বরদর্শণ, আত্মার সাক্ষাৎ, আত্মজ্ঞানলাভ তথা নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয় না। তাহলে সাধারণ লোক কি নিয়ে থাকবে? তাদের সমাজসেবা মূলক কর্ম নিয়ে সমাজসেবী হয়ে থাকতে হবে। এই জন্য স্বামীজী দরিদ্র নারায়ণ সেবার কথা বলেন।

জ্ঞানজ্যোতিঃ জীবাত্মাকেই ধরতে হবে, জানতে হবে। এই হল সত্য ধর্ম। সত্য-ঋত্‌-ব্রহ্ম। এছাড়া অন্য কোন কিছু ধর্ম নয়। এই জীবাত্মা দর্শন হয় একমাত্র সমাধিতে।

ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেহ ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে বলেছেন- 'কি হবে কিছু বুঝতে পারছি না।' অর্থাৎ ঈশ্বরকে সঠিকভাবে জানা বা বোঝা যায় না। ঈশ্বরের কর্ম কিছু জানা বা বোঝা যায় না, বড় হিজিবিজি। তিনি কি করতে কি করেন—তা বোঝা যায় না। সেজন্য কেবল তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হয়। তিনি যা হয় করুন। সব লোককে ভার দিলে তিনি কখনও খারাপ করেন না"—শ্রীরামকৃষ্ণ।

পরলোকে অর্থাৎ পরের জন্ম—দেখা বা জানা যায় না। সেজন্য এই সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভালো। পরলোক ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বললে 'বেত খেতে হবে'—বলেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। অর্থাৎ যা নিজে জানিনা ও অপরকে দেখানো যায় না, সে সম্বন্ধে অপরকে বলব কি করে? জীব কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় কেউ তা জানেন না। যাঁর যেমন বুদ্ধি-সুদ্ধি তিনি সেই ভাব প্রকাশ করেন—মহাত্মা কবির।

বুদ্ধদেব জাতকের কাহিনীতে তাঁর বোধিস্বত্বরূপে অসংখ্যবার জন্ম ও কর্মের কথা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধদেব কারণশরীরে তিনমাস দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গে বাস করে স্থূল শরীরে মর্তে ফিরে আসেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। খ্রীষ্ট ধর্মে 'হোলি ঘোষ্ট'—এর কথা আছে। ইসলাম ধর্মে শেষ বিচারের দিনে (কেয়ামত) আত্মার উৎক্রমণের কথা আছে। মাতৃগর্ভে জীবের জন্ম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি জানাতে পারেন। সম্যকজ্ঞান অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান একমাত্র অবতারেরই হয়—অন্য কারও নয়। একমাত্র যুগাবতারই জানেন মাতৃগর্ভে সৃষ্ট ভ্রূণটি কে? 'জীব কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়'—অবতার পুরুষ এই জীবাত্মাতত্ত্ব জানেন।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, বিজ্ঞান ধর্ম ছাড়া খঞ্জ, ধর্ম বিজ্ঞান ছাড়া অন্ধ। মহাত্মা প্যাবলভ্‌ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মস্তিষ্কের মধ্যে সহস্রারের হাইপোথ্যালামস, অ্যামিগডালা ও হিপোক্যাম্পাস নাম গ্রন্থিত্রয়কে উত্তেজিত করে কিংবা অবদমন করে মনে এবং বাহ্যদৃষ্টিতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিশেষ অনুভূতি এবং দর্শনরূপ আনা সম্ভব। যেমন ধ্যান যোগের দ্বারা কিংবা আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে বিশেষ রূপদর্শন করা সম্ভব হয়, ব্রাটকের মাধ্যমে কোনও লক্ষ্যবস্তুতে অপলকনেত্রে চেয়ে থাকলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে এবং বস্তুর মধ্যেকার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন প্রদীপের শিখর দিকে অপলকনেত্রে বেশ কিছু সময় চেয়ে থাকার পর প্রদীপটি সরিয়ে নিলেও অলোকশিখার রূপদর্শন বেশ কিছু সময় থেকে যায়। ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হয়। চাই দৃঢ় প্রত্যয় ও তীব্র ব্যাকুলতা। এই ব্যাপারে 'মন্ত্রশক্তি' গল্পটির দৈহিক ভাবে অপটু লাঠিয়ালের বলবান লেঠেলকে পরাজয় করা বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। কিংবা সাধকের অমাবস্যাতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখান। যেমন কমলাকান্ত বর্ধমানের মহারাজ তেজচাঁদকে অমাবস্যার সন্ধ্যার পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়েছিলেন। রামপ্রসাদ কৃষ্ণনগরের মহারাজকে অমাবস্যাতে চাঁদ দেখিয়েছিলেন। আর রামঠাকুর নবাবগঞ্জের জমিদারকে অমাবস্যাতে চাঁদ দেখিয়েছিলেন। যেসব সাধক দৈতভাবে থাকেন তাঁরা অবশ্যই কারণশরীরের লীলায় রূপদর্শন করনে।

চিরন্তন সত্য আজকাল তো কেউ মনুষ্যধর্ম মানে না। বিদ্বজ্জন লোক সংসারে দুর্লভ। ঈশ্বরতুল্য মানুষকেই শয়তান বানাচ্ছে এই সমাজ। তাই একেবারে মন খুলে বলি, কেউ সবকিছু জেনে বুঝে এই পৃথিবীতে আসে না। কৌতূহলী মন এবং ইচ্ছাই তাকে নানাভাবে এসব জানার সুযোগ করে দেয়।

সেজন্য মনুষ্যজীব কীভাবে অতিবাহিত করতে হবে, তা শেখার একটাই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পথ গীতা ও মহাভারত পড়া অর্থাৎ আসল কথা হল আমাদের মন ও মুখ ঠিক করতে হবে। গীতা ও মভাঃ-পড়লে মনমন্দিরে অষ্টট-বষ্টট থাকবে না, বিশুদ্ধ মন হবে। সত্যের উপর নির্ভর করলে মনশক্তি বাড়ে।

সম্পাদক সমীপেষু

ফুটে ওঠার আগে হারিয়ে যায়

দাবা এই খেলাটার সাথে আমাদের প্রত্যেকেরই পরিচয় রয়েছে। আমরাও বাড়িতে বসে এই খেলাটি খেলে থাকি। এই দাবা খেলাকে কেন্দ্র করেই পরিচালক সত্যজিৎ রায় 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ী' নামের একটি সিনেমাও আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। ১৯৭৭ সালে সেই ছবি আমরা দেখেছি। এই দাবার কথা আসায় মনে পড়ে যায় মীর সুলতান খাঁয়ের নামটা। ১৯২৮ সালেই ইংল্যান্ডে দাবা খেলার আসরে নিজের নামটাকে তুলে ধরেছিলেন। দাবাতে গ্র্যান্ড মাস্টার উপাধি পেয়েছিলেন বিশ্বনাথ আনন্দ। গ্র্যান্ড মাস্টার টাইটেল পেয়েছিলেন ১৭ বছর ১৭ দিন বয়সে। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সালে তিনি গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছিলেন। ভারতের দাবাড়ু হিসাবে বিশ্বানাথ আনন্দকে অর্জুন পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। আর এক দাবাড়ু ম্যানুয়েল অ্যারণ বেশিবার জাতীয় শিরোপা জয় করেছিলেন। ১৯৯৯ সালে বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন গৌরব গাদোদিয়া। প্রথম ওয়াল্ড জুনিয়র টাইটেল পেয়েছিলেন বিশ্বনাথ আনন্দ ১৭ বছর ২২৫ দিন বয়সে। ২ আগষ্ট ১৯৮৭ সালে এই জুনিয়র টাইটেলের খেতাব তিনি পেয়েছিলেন। অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিল প্রথমবার ম্যানুয়েল অ্যারন ১৯৯১ সালে। আর এক দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৮৪। এখানে সবটুকুই উঠে এসেছে দাবা খেলাকে কেন্দ্র করে। আর একটি দাবাড়ুর নাম শ্রীজিৎ সর্দার। বাবার নাম চাঁদু সর্দার। মায়ের নাম রিম্পা সর্দার। স্থায়ী ঠিকানা ১২/৩/১, দক্ষিণ বাকসাড়া ভিলেজ রোড হাওড়া-৭১১১১০। ওয়ার্ড নং-৪১ (হাওড়া পৌরনিগম) ১৭৩ দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা। খুদে এই শ্রীজিৎ ৯ এপ্রিল ২০১০ সালে জন্মগ্রহণ করেছে। হিসাবের খাতা বলছে ৭ বছর পার করে ৮ বছরে সে পা রেখেছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ফেলেছে সে। হাওড়ার সংসদ প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন। সার্টিফিকেট দিয়েছেন গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, সার্টিফিকেট পেয়েছে জনাব জাভেদ আহমেদ খানের থেকে। এখানে কোথায় যেন একটা অভাব রয়েই গেছে। আর সেই অভাবটা হল অর্থের, যার দরুন একটা খেলোয়াড় ঠিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না। আমরা তো জানি গরিব হওয়াটা সবথেকে দোষের। স্বপ্নটা দেখতে পারে, স্বপ্নটাকে দেখাতেও পারে। কিন্তু স্বপ্নটাকে বাস্তবে কেউই রূপ দিতে এগিয়ে আসে না। অন্ধ্রপ্রদেশে দাবা প্রতিযোগিতায় নাম দেবার যে ইচ্ছাটা রয়েছে, সেটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। কারণ অর্থই এখানে শেষ কথা বলে দিয়ে গেছে। শ্রীজিৎ সর্দারদের মতো কত খেলোয়াড় তাঁর জীবনের অষ্টটাকে কোনোদিনই মিলিয়ে দিতে পারেনি। নাম বিহীন ফুলের যেমন একটা ভাল টব জোটে না। এই ভাবেই পথের ধারে জন্ম নিয়ে, পথের ধারেই শুকিয়ে যায়। অথচ কত আশ্বাসের বাণী দেওয়া হয়, যা কোনোদিনই বাস্তবে রূপ নেয়না। আর এটাই চোল আসছে। তাই ভীষণ লজ্জা লাগে। এইভাবে আর কতদিন শ্রীজিৎ সর্দারদের মতো খেলোয়াড়রা ফুটে ওঠার আগে হারিয়ে যাবে।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়